অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত

পদ্মিনী ফিল্মসের

দোলনা

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত
পম্পি ফিল্মসের

দোলনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পার্থপ্রতিম চৌধুরী** • সঙ্গীত : **শৈলেন মুখোপাধ্যায়**
কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : লতা মুঙ্গেশকর, মান্না দে, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও অসীমা ভট্টাচার্য। রূপায়ণে : তনুজা, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, এন, বিশ্বনাথন, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, মলিনা দেবী, আরতি মজুমদার, নিভাননী, পার্থপ্রতিম, স্বপন লাহা, বীরেন রায়, চন্দ্রকান্ত শীল, নরেশ ঘোষ, বিদ্যুৎ বর্মণ, সৌরেন বিশ্বাস, পিকলু, রাজকুমার, লতিকা দাশগুপ্তা, রুবি মিত্র, মধুছন্দা, শুক্লা দাস, প্রণতি গুহ, খেম বাহাদুর, শ্রীমান আশীষ ও কুমারী পম্পি

●

পরিকল্পনা : **দিলীপ ভট্টাচার্য**

চিত্রায়ণ : দীনেন গুপ্ত। সম্পাদনা : তরুণ দত্ত। রূপণ : শৈলেন গাঙ্গুলী। শিল্পায়ন : বিজয় বসু। শব্দানুযঙ্গ : বাণী দত্ত, বহির্দৃশ্য-শব্দগ্রহণ : অবনী চট্টোপাধ্যায়। শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান সহকারী-পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিকার : পবিত্র মিত্র (এইচ, এম, ভি), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচার শিল্পন : আর্টিকো। প্রচারণা : আশীষতরু মুখোপাধ্যায়।

Tuesday 2.11.65

কাহিনী

ছোট্ট মেয়েটির খেলার সাথী : রাজ্যের অবহেলিত কুকুর-বেড়াল। বুকের কাছে নিজের পুতুলটাকে নিয়ে ও যেমন ওর ছেলেবেলার চোখের কাজলকে চঞ্চলা করেছিল ঠিক সেই সঙ্গে এই সব নিরাশ্রিত জীবদের নিয়ে ওর ছিল শিশুতীর্থের বিশ্বাস।

বাবা ওর নাম দিলেন-সুমনা। উন্নতমনা যে, তার নাম এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে।

একান্নবর্তী পরিবার। এবং সুমনা। স্বাধীনতায় মানুষ। মানুষের ধর্ম, মানুষের নীতিতে সে তার আদর্শকে অক্ষত রাখতে চায়।

কিন্তু কিসের ক্ষত, কিসের ক্ষতি নেমে এল ওর বিশ বছরের জীবনে? বেশ চলছিল সংসারটা! কে জানতো অসুস্থ সুমনা শিমূলতলায় চেঞ্জে গিয়ে ফিরে এসে একটা অঘটন ঘটাবে? ঠাকুমা-জেঠিমা, মা-বাবা এবং ছোটকাকু কেউ কি তাকে বুঝবে না? কিসের সন্দেহ! তবে কি এই জন্যেই সুমনার হাওয়া বদলের অজুহাত?

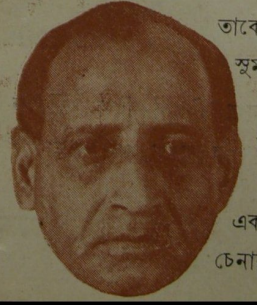

নত মস্তকে জীবনে এই প্রথমবার মানুষের তৈরী বিচারের ঘরে ওকি অপরাধী হয়ে দাঁড়াবে?

কেন? ওতো কোন অন্যায় করেনি। শুধু বুকে এনেছে এক অস্ফুট শিশুকে যার দু'চোখের স্বপ্নে এখনো চেনা-না-চেনার জগত!

সিদ্ধার্থও কি আর সবার মতো দূরে চলে যাবে ওর কাছ থেকে? ওতো জানে 'দিনের সব আলোই আছে রাতের তারার গভীরে!' তবে কেন রাতের অন্ধকারে আজ তাকে চলে যেতে হচ্ছে: বুকে নিয়ে সমাজের সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা আর তার নিজের জীবন? তাকে কেন সমস্ত ঠিকানা মুছে ফেলে—চোখের জলের ঠিকানায় পা ফেলতে হচ্ছে?

আরো জোরে—

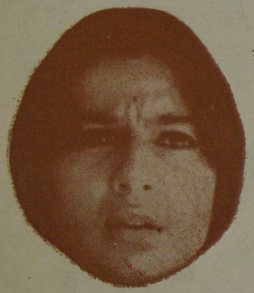

আরো জোরে সুমনাকে এগোতে হবে। আরো শক্ত হাতে বাঁচাতে হবে। মানুষের ঘৃণা নয়, সন্দেহ নয় শুধু একটা মানুষের সৃষ্টি মানুষকে নিয়ে!

পেছনে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে রেলগাড়ীর চাকাটা কি ওর সব স্বপ্নসাধ, ওর সংসার, অচিন, দোলনা সব-কিছু শেষ করে দিয়ে যাবে?

ট্রেনটা সত্যি ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে! আর সুমনা—সত্যি এতটুকুও ভয় পায়নি।

ওদিকে একটা সুন্দর দোলনা দুলছে—সুমনার বিশ্বাস ছিল অচিনকে মাঝখানে রেখে একদিন সে আর সিদ্ধার্থ দুজনেই ওর পাশে এসে দাঁড়াবে। ওকে দোলাবে!

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী ঃ লতা মুঙ্গেশকর
কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কথা শিশির ধোওয়া
হাস্নুহানার কলি
নীরব রাতে মৃদুল হাওয়ায়
হয়তো কিছু বলি ॥
তার সুরভির স্বপ্ন তোমার চেনা
চিরকালের ভালোবাসায় কেনা
আকাশ জানে ঝরলো কোথায়
তারার রূপাঞ্জলি ॥
আমায় তুমি যেমন ক'রে
হারিয়ে দিয়ে খোঁজো
না বলা সব মনের আশা
তেমনি করেই বোঝো।
সেই প্রণয়ের গভীরতায় রেখো
সেই চোখেতেই আমায় তুমি দেখো
ভুল করোনা রাত্রি যদি
না হয় চন্দ্রাবলী ॥

(২)

শিল্পী ঃ মান্না দে
কথা ঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাগো যশোমতী মা
ব্রজের দুলাল গোকুলে তোর
বাড়ে আঁচল ছায়—
মাগো যশোমতী মা
বুকেরই তাপ বিশ্বের ধোঁওয়া
লাগে না যেন গায় ॥
ভরা ভাদর আকাশ ঘিরে নামে
কালো আঁধার
নাগ বাসুকী ফণা ধরে করে নদী পার
গোঠে যে আজ বাড়ে ওসে
গোঠে যে আজ বাড়ে সে কাল
রাজা মথুরায় ॥
ও যে নন্দের চোখের মনি
বসুদেবের প্রাণ
যশোমতীর ভালবাসা দেবকীর দান।
কপাল গুণে গুণমণি রাখাল রাজা এলো
চাঁদের আলোয় মাটির বুকে
আঁধার কেটে গেল
বৃন্দাবনের পরশমণি ওযে শ্যামরায় ॥

(৩)

শিল্পী ঃ শৈলেন মুখোপাধ্যায়
কথা ঃ পবিত্র মিত্র

ব্যথা যদি পাও তবু জেনো
এ ব্যাথায় সুখ আছে
দিওনা বিদায় নিওনা বিদায়
তুমি আজ তার কাছে ॥
ফিরায়ে দিয়েছি অভিমানে অনাদরে
তারি লাগি আজ গোপনে বেদনা ঝরে
এ হৃদয় আজ বারে বারে
কেনই যে তারে যাচে।
ভুল করে তুমি ঝরায়োনা তার
নয়নে অশ্রুধারা
সে যে অবুঝ আবেগে রয়ে গেছে আজ
নিজেই আপন হারা।
ভুলের মূল্য নিজেরে কাঁদায়ে জ্বালায়ে
শোধ করে যাই সব কিছু হারায়ে
ভাবি তোমার ভোরের স্বপন
মেঘে ঢেকে যায় পাছে ॥

(৪)

শিল্পী ঃ অসীমা ভট্টাচার্য
কথা ঃ মিণ্টু ঘোষ

পুতুল রাজা পুতুল রাণী
সে এক মজার দেশ
অচিন যাবে সেথায় পরে
রাজকুমারের বেশ।
সেই সে দেশে মন্ত্রী হয়ে
ভালুক ভায়া আছে
এক পা দু'পা এগোয় আর
তাধিন তাধিন নাচে
আর আছে এক সেনাপতি
মস্ত কোলা ব্যাঙ
কাজের মধ্যে ডাকছে শুধুই
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাং
কিগো তুমি যাবে ?
সেই রাজ্যে কুমীর মশাই হয়েছে রাজকবি
গণ্ডাদশেক কলম ভেঙ্গে আঁকছে
নিজের ছবি।
দোলনা চেপে অচিন যাবে রূপনগরে আজ
তাইতো এখন পরেছে সে রূপকুমারের সাজ
সেই দেশের বরকন্দাজ ইঁদুর গুলো হাসে
তোমায় নিয়ে যেতে তারা
পাল্কী নিয়ে আসে।
কি গো তুমি যাবে ?

সহযোগী-কলাকুশলী

পরিচালনা ঃ রাজকুমার রায় চৌধুরী। চিত্রায়ণ ঃ সুনীল চক্রবর্ত্তী, বেণু সেনগুপ্ত, কেষ্ট মণ্ডল। সঙ্গীত ঃ অলোকনাথ দে, চন্দ্রকান্ত শীল। শিল্পায়ণ ঃ সুরেশ চন্দ। রূপণ ঃ গৌর, মনতোষ, অনাথ, অমল। আলোকন ঃ ডি, এম, কোং (ঢাকুরিয়া)। আলোক সম্পাত ঃ হরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় সুধীর, অভিমন্যু, মারু, সন্তোষ, সুদর্শণ, অবনী। ব্যবস্থাপন ঃ সৌরেন বিশ্বাস, গোপাল দাস। সম্পাদন ঃ প্রশান্ত দে ও তাপস মুখোপাধ্যায়। বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীর বি, এন, শর্মা ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে শ্যামসুন্দর ঘোষের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত গৃহীত এবং ক্যালকাটা মুভিটোন ও টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে চিত্রগৃহীত ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ও ওয়েষ্ট্রেকস শব্দযন্ত্রে শব্দপুনর্যোজিত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (বম্বে), সর্বাধ্যক্ষ গুরুদাস কলেজ, লাহা এণ্ড কোং, রমনীমোহন চৌধুরী, শ্রী ব্যানার্জী, সুহৃদ সমিতি (ঢাকুরিয়া), সুন্দরম নাট্যসংস্থা, অসীমা ভট্টাচার্য (সজ্জাশিল্পী), পীযুষ ভৌমিক ও

প্যারাগন্ (পার্ক ষ্ট্রীট)

পরিবেশনা ঃ **পম্পি ফিল্মস** (কলিকাতা) ও **দেবালী পিকচার্স** (মফঃস্বল)

তনুজা অভিনীত দোলনা

পম্পি ফিল্মসের পক্ষে আশীষতরু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত।